



218362 - সুন্নিদৃষ্টি নফল রোজার নয়িত রাত থেকে করা শর্ত

প্রশ্ন

সুন্নিদৃষ্টি নফল রোজার নয়িত কখন থেকে শুরু করতে হবে? সাধারণ নফল রোজা নয়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সাধারণ নফল রোজার নয়িত রাত থেকে করা শর্ত নয়; বরং দিনের যেকোন সময়ে কটে যদি নয়িত করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা পূরণ করে সেটা জায়যে হবে। তবে শর্ত হচ্ছে ফজর শুরু হওয়ার পর থেকে রোজা ভঙ্গকারী কোন কিছুতে লিপ্ত না হওয়া।

আর সুন্নিদৃষ্টি নফল রোজার নয়িত রাত থেকে (ফজরের পূর্ব) করা শর্ত।

শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল:

শাওয়াল মাসের ছয় রোজা ও আরাফার দিনের রোজার হুকুম কি ফরজ রোজার মত অর্থাৎ এ রোজাগুলোর জন্য কি রাত থেকে নয়িত করা শর্ত? নাকি এ রোজাগুলোর হুকুম নফল রোজার হুকুমের মত যেকোন লোকের জন্য দিনের মধ্যভাগ থেকেও রোজার নয়িত করা জায়যে? যেকোন দিনের মধ্যভাগ থেকে রোজা রাখার নয়িত করছে সে কি ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব পাবে যেকোন ব্যক্তি সহেরী খয়ে দিনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রোজা পালন করছে।

উত্তরে তিনি বলেন:

হ্যাঁ; নফল রোজার ক্ষেত্রে দিনের বেলায় নয়িত করলেও জায়যে হবে। এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে- নয়িত করার আগে রোজা ভঙ্গকারী কোন কিছুতে লিপ্ত হতে পারবে না। যমেন- কোন লোক যদি ফজরের পর খাওয়াদাওয়া করে ফলে এরপর দিনের বেলায় রোজা রাখার নয়িত করে তাকে আমরা বলব: আপনার রোজা শুদ্ধ নয়। কারণ তিনি আহ্বার করছেন। তবে তিনি যদি ফজর থেকে না খয়ে থাকেন এবং অন্য কোন রোজা ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত না হন এরপর দিনের বেলায় রোজা রাখার নয়িত করেন এবং সে রোজাটি নফল রোজা হয় তাহলে আমরা বলব: এটা জায়যে। কারণ এ ধরণের রোজার অনুমোদন হাদিসে এসেছে। তবে তিনি যখন থেকে নয়িত করছেন তখন থেকে সওয়াব পাবেন। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “আমল নয়িত অনুযায়ী হয় থাকে”। সুতরাং নয়িতের আগে যেকোন আমল এর সওয়াব লেখা হবে না। আর নয়িতের পরে



আমলরে সওয়াব লখো হবো।

সওয়াবরে প্রতশ্চিবুতি যদি গোটো একদিনি রোজা রাখার উপর দয়ো হয়ে থাকে তাহলে এ ব্যক্তি গোটো একদিনি রোজা রাখেনি; বরং দিনরে কিছু অংশ রোজা রেখেছে। এর ভিত্তিতে বলা যায়: কটে যদি ফজরে পর থেকে কোনে কিছু না খায় এবং দিনরে মধ্যভাগে এসে রোজা রাখার নয়িত করে এবং সে দিনটি যদি শাওয়ালরে ছয় রোজার কোনে একটি দিনি হয় এরপর সে ব্যক্তি আরও পাঁচদিনি রোজা রাখে এতে করে সে সাড়ে পাঁচদিনি রোজা রাখল। যদি সে ব্যক্তি দিনরে এক চতুর্থাংশ অতিবাহতি হওয়ার পর রোজা রাখে তাহলে সে পটৌনে ছয়দিনি রোজা রাখল। কারণ আমলরে হিসাব হবো নয়িত অনুযায়ী। হাদসি এসছে- “যে ব্যক্তি রমজান মাস রোজা রাখল এরপর শাওয়াল মাসরে আরও ছয়দিনি রোজা রাখল...”।

অতএব আমরা এ ভাইকে বলব যো, আপনি ছয়দিনি রোজা রাখার সওয়াব পাবনে না। কারণ আপনি তো পরপূর্ণ ছয়দিনি রোজা রাখেননি। একই রকম কথা বলা হবো: আরাফার দিনরে রোজার ব্যাপারে। পক্ষান্তরে রোজাটি যদি সাধারণ নফল রোজা হয় তাহলে রোজাটি শুদ্ধ হবো এবং নয়িত করার সময় থেকে রোজাদার ব্যক্তি সওয়াব পাবনে। [লিকাউল বাব আল-মাফতুহ (২১/৫৫) থেকে সমাপ্ত]

অনুরূপভাবে যদি বিশেষে কোনেদিনি রোজা রাখার ভিত্তিতে সওয়াব দেওয়ার বর্ণনা আসে যমেন- সোমবার ও বৃহস্পতিবাররে রোজা, চন্দ্রমাসরে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা, প্রতমাসে তিনদিনি রোজা রাখা। এখন কটে যদি দিনরে মাঝখান থেকে রোজা রাখার নয়িত করে তাহলে সে ব্যক্তি গোটো দিনরে রোজা রাখার সওয়াব পাবনে না।

উদাহরণত: কটে সোমবাররে রোজা রাখল, নয়িত করল দিনরে মাঝখান থেকে। সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব পাবে না যো ব্যক্তি সোমবাররে শুরু থেকে রোজা রেখেছে। কারণ সে ব্যক্তি গোটো সোমবার রোজা রেখেছেন এ কথা তো বলা চলে না।

অনুরূপভাবে কটে যদি বে-রোজাদার হিসাবে ভোর করে এরপর তাকে বলা হয় যো, আজ তো মাসরে ১৩ তারিখ; এ কথা শুনলে সে ব্যক্তি বলে তাহলে আমি রোজা রাখলাম; সে ব্যক্তি পূর্ণিমার দিনগুলোতে রোজা রাখার সওয়াব পাবে না। কারণ সে তো গোটো দিনি রোজা রাখেনি। [আল-শারহুল মুমতী (৬/৩৬০) থেকে সমাপ্ত]

আরও জানতে [21819](#) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

আল্লাহই ভাল জানেন।